বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

কবি পরিচিতি

ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ও মা রওশন আখতার। ১৯৩৭ সালে তিনি খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। তিনি কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এবং সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের স্টাফ রাইটার ছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কবিতায় বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তাঁকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়। ইসলামের আদর্শ তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। কাব্যচর্চার বৈচিত্র্য ও কবি-ভাবনার মৌলিকত্বে কবি ফররুখ আহমদ সমধিক খ্যাত। তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম্ মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, পাখির বাসা, হাতেমতায়ী, নতুন লেখা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর।

ভূমিকা

ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টি সম্পর্কে মনের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। বৃষ্টিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা এবং মানবমনে তার প্রভাব সম্পর্কে কবি এই কবিতায় ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ ফিরিয়ে এনে বর্ষ কীভাবে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। মানুষের অতীত ও বর্তমানের নানা টানাপড়নে বর্ষামুখর দিনের গুরুত্ব কবি তুলে ধরেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রীষ্মের রুক্ষতা আর বর্ষার প্রাণময় সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের মনে মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! – পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।
দিকদিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ অসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আবাদি– চাষযোগ্য। **কেয়া**– কেতকী ফুল বা তারগাছ। **তৃষিত**– পিপাসাযুক্ত। **প্রান্তর**– মাঠ; জনবসতি প্রভৃতি নেই এমন বিস্তৃত ভূমি। ***তৃষ্ণাতপ্ত***– পিপাসায় কাতর। **প্রতীক্ষিত**– প্রতীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে এমন। **বন্ধুর**– অসমতল; উঁচু-নিচু। ***বিদ্যুৎ রূপসী পরি***– বিদ্যুৎ চমকানোকে লোকজ ধারণা অনুযায়ী সুন্দরী পরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায়। ***বিষণ্ন মেদুর***– বৃষ্টিবিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা বৃষ্টির আগমনে দূরীভূত হয়েছে। প্রকৃতি এখন স্নিগ্ধকোমল হয়ে চারিদিক করে তুলেছে প্রাণোচ্ছল। **বিদগ্ধ**– পক্ক; রসজ্ঞানসম্পন্ন; নিপুণ। ***রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর ... তৃষ্ণাতপ্ত মন***– দীর্ঘ বর্ষণহীন দিনে মাঠঘাট শুকিয়ে যে রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছে কবি তাকে রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখন বর্ষণের শুরুতে তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট ও বনে দেখা দিয়েছে প্রাণের জোয়ার। **শিহরা**– শিউরে ওঠা; কম্পিত হওয়া। ***সওয়ার***– আরোহী।

সারসংক্ষেপ :

গ্রীষ্মকালে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। হয়ে ওঠে বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতো। এরপর আসে বহু-প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আকাশে কালো মেঘ জমে। বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টির পানির পরশে তৃষ্ণার্ত গাছগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। প্রকৃতিতে দেখা দেয় প্রাণের জোয়ার। মানুষের মনও মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব এড়াতে পারে না। নিবিড় বর্ষার দিনে মানুষ স্মৃতিকাতর হয়। মন ছুটে যায় স্মৃতির নির্জনে; বর্ষার মেঘের মতো দূরদেশে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোন কোন নদীর উল্লেখ আছে?
ক.পদ্মা-মেঘনা খ. মেঘনা-যমুনা গ. ব্রহ্মপুত্র-বানার ঘ. পদ্মা-যমুনা

২.'বিষণ্ন মেদুর' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক. হতাশা খ. স্নিগ্ধ কোমল গ. তৃষ্ণার্ত মন ঘ. অবসাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

৩. 'তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন' –এ বক্তব্যের সদৃশ ভাব রয়েছে কোন বাক্যটিতে?

i. নিশি রাইত বাঁশ বাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী। ii. যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন।

iii. দু-পাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার আলোকে বলা যায় বর্ষার আগমনে মানুষের মন–

ক. বিষণ্ন হয় খ. বিরহ কাতর হয় গ. স্মৃতিকাতর হয় ঘ. বিরক্ত হয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'কেয়া' কোথায় থাকে?

ক. অরণ্যে খ. বিলে গ. মাঠে ঘ. খালে

৬. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টিকে বলা হয়েছে–

i. কাজল ছায় ii. রূপসী পরি iii. বহু প্রতীক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।'

৭. উদ্দীপকের বক্তব্যের বিপরীত ভাব রয়েছে যে বাক্যে–

i. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়

ii. নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার

iii. রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৮. এরূপ বৈপরীত্যের কারণ হচ্ছে–

ক. বৃষ্টির প্রত্যাশা খ. জলের প্রত্যাশা গ. বন্যার আগমন ঘ. সিডরের তাণ্ডব

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজলী থেকে থেকে চমকায়
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

ক. 'সওয়ার' অর্থ কী?

খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে 'বৃষ্টি' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে নয়।" –আপনার মতামত কী?

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'সওয়ার' শব্দের অর্থ আরোহী।

খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে এখানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ আকাশকে বোঝানো হয়েছে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে যেন আগুন ধরে যায়। সূর্যের প্রচণ্ড শাসনে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ হয়। এ সময় প্রখর তাপে আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে। রোদের সুতীব্র তাপে আকাশটা গলে যেতে চায়। উত্তপ্ত সূর্যটা যেন ওই আকাশটাকে ঝলসাতে থাকে।

গ. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষের মন রসসিক্ত হয়ে ওঠার বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

বর্ষার দিনে প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সে সময়ে প্রকৃতিতে নেমে আসে প্রাণের জোয়ার। বনের ফুলগুলো বর্ষায় ভিজে নিমিষেই চারপাশ মোহিত করে। বৃষ্টির জলে গাছ-পালা, লতা-পাতা অপার আনন্দে শিহরিত হয়। বৃষ্টির অবিরল জলধারায় প্রকৃতিতে যেন ছন্দ ও সুর বেজে ওঠে।

'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ষা প্রকৃতিতে প্রাণের জাগরণ ঘটায়। আর বৃষ্টিই বর্ষার প্রাণ। বৃষ্টিতে বনের কেয়া ফুল শিহরিত হয়। রুক্ষ মাটি যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ-কোমল ও সজীব হয়ে ওঠে। এ সময়ে মানুষের মন সংবেদনশীল হয়ে আবেগতাড়িত হয়। তার মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি আর ভালোলাগার আল্পনা আঁকে মনে মনে। বৃষ্টি কখনো মনকে বিষণ্ন করে, আবার কখনো জীবনে বাড়ায় বিরহ। মন কাছের মানুষকে পেতে চায়। উদ্দীপকেও কবির মন বৃষ্টির ছোঁয়ায় আকুল হয়ে ওঠে। বিজলী থেকে থেকে চমকায়। সে মন আজ প্রিয়জনকে যেন কিছু বলতে চায়। ঘনঘোর বর্ষায় কবির মন আবেগতাড়িত হয়, রসসিক্ত হয়। 'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ষণমুখর দিনে মানুষের চেতনায় সুখময় অতীত ও বিরহ-বেদনার দিকটি নাড়া দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় এ দিনে কাউকে যেন কাছে পেয়ে মন কিছু বলতে চায়। তাই বলা যায়, 'বৃষ্টি' কবিতার বর্ষার দিনে মানব মনের স্মৃতিকাতরতা আর বিরহ বিষণ্নতার বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে তুলে ধরেনি।

প্রকৃতি জগতে বৃষ্টি আসে প্রাণের জোয়ার নিয়ে। বৃষ্টির ফলে নদীর দুধারে প্লাবন দেখা দেয়। বৃষ্টির জলে বনের ফুলগুলো অপার আনন্দে শিহরিত হয়। তৃষিত মাঠ প্রাণের স্পন্দনে নেচে ওঠে। প্রকৃতি সজীব হয়। গাছ-পালা, তরুলতা সজীব হয়ে ওঠে। আর বাংলার প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়।

'বৃষ্টি' কবিতায় কবির বর্ণনা অনুযায়ী বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ রূপসী পরি মেঘে মেঘে সওয়ার হয়। দিক-দিগন্তে প্রকৃতির অপরূপ শোভা বিকশিত হয়। দিগন্তজোড়া পৃথিবী, বন, ধানক্ষেত, নদী নতুন প্রাণ পায়। মানুষের মনেও জাগে বিচিত্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। কখনো সুখময় অতীত, কখনো স্মৃতিকাতরতা কিংবা কখনো বিরহ বিষণ্নতা। সব মিলিয়ে 'বৃষ্টি' কবিতাটিতে বৃষ্টির সামগ্রিক একটি রূপ পরিস্ফুটনের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে শুধু মানুষের অবসর মুহূর্তের একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃষ্টির দিনে মন ব্যাকুল হয়। প্রিয়জনকে মনের কথা বলতে ইচ্ছা করে। বর্ষণমুখর দিনে মানুষের বিরহকাতরতা বেড়ে যায়। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি মানুষের মনের একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। উদ্দীপকটি যে কোনো দিক থেকে হোক একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। এটি পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশে সক্ষম নয়। আর 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টির একটি সামগ্রিক দিক ফুটে উঠেছে। কেবল স্মৃতিকাতরতা আর বিরহকাতরতার অনুভূতির জন্য উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটা ভাবকে প্রকাশ করেছে মাত্র, সমগ্র ভাবকে নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার সামগ্রিক দিক নয়, একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে,
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর।

ক. কবি বিদ্যুৎ চমকানোকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. 'বিদ্যুৎ রূপসী পরি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' উভয় কবিতায়ই বাংলাদেশের বর্ষার অন্তরলোকের রূপটি ফুটে উঠেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. খ	৮. ক